CBCS B.A BENGALI (HONS) SEM- 3 CC-5

C5T: উনিশ- বিশ শতকের প্রবন্ধ ও কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস এবং আখ্যান সাহিত্য পাঠ

TOPIC- ক. উনিশ ও বিশ শতকের প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস/ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali

.....

কোনো ভূখণ্ডকে শাসন করতে হলে সেখানকার মানুষের ভাষা জানা চাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগের কাজ শুরু হয়। অধ্যক্ষ হলেন উইলিয়ম কেরি। তাঁর অধীনে পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন দুজন—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতি। এছাড়া সহকারী হিসেবে ছিলেন আরও ছয়জন—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু। সিভিলিয়ানদের পাঠ্যতালিকা তৈরি করতে গিয়ে কেরি বাংলা গদ্যপুস্তকের একান্ত অভাব উপলব্ধি করেন। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বই যেমন দরকার, তেমনি ভাষাশিক্ষার জন্য চাই ভাষা-ভাষীদের বাচনভঙ্গির অনুসরণ করা। কেরি ‘কথোপকথন’ গ্রন্থে বিবিধবিষয়ক কথোপকথন সংকলিত হয়। বইটি দ্বিভাষিক। এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অন্য পৃষ্ঠায় ইংরেজি। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থ থেকে বাংলা ভাষার মূল রূপের আভাস পাওয়া সম্ভব—

“ ‘তোমরা কয় যা।’

‘আমি সকলের বড় আমার আর তিন যা।’

‘কেমন যা-য় যা-য় ভাব আছে, কি কালের মত।’

‘আহা ঠাকুরাণী, আমার যে জ্বালা আমি সকলের বড়,

আমাকে তাহারা অমুক-বুদ্ধিও করে না।’

১৮০১-১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ৮ জন লেখক ১৩ টি বাংলা গদ্যের বই লিখেছিলেন—

উইলিয়ম কেরি	(১) কথোপকথন	(১৮০১)
	(২) ইতিহাসমালা	(১৮১২)
রামরাম বসু	(৩) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	(১৮০১)
	(৪) লিপিমালা	(১৮০২)
গোলকনাথ শর্মা	(৫) হিতোপদেশ	(১৮০২)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	(৬) বত্রিশ সিংহাসন	(১৮০২)
	(৭) হিতোপদেশ	(১৮০৮)
	(৮) রাজাবলি	(১৮০৮)
	(৯) প্রবোধ-চন্দ্রিকা	(১৮৩৩)
তারিণীচরণ মিত্র	(১০) ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট	(১৮০৩)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	(১১) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	(১৮০৫)
চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	(১২) তোতা ইতিহাস	(১৮০৫)
হরপ্রসাদ রায়	(১৩) পুরুষ পরীক্ষা	(১৮১৫)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' বইটিতে গ্রন্থকারের নাম না থাকলেও এটি নিশ্চিতভাবেই তাঁর রচনা।

উইলিয়ম কেরির 'কথোপকথন'-এর কথা আমরা আগেই বলেছি। এবারে আসা যাক 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) প্রসঙ্গে। সুকুমার সেন অনুমান করেছেন-- 'বই দুইখানিতে একাধীক বাঙ্গালী পণ্ডিতের বা মুন্‌শীর রচনা কেরি কর্তৃক কেরি সঙ্কলিত ও ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছিল বলিয়াই কেরির নাম গ্রন্থকাররূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।' 'ইতিহাসমালা' গ্রন্থে কেরি প্রায় দেড়শ গল্প সঙ্কলিত করেছিলেন। গল্পগুলি স্বচ্ছ সরল সাধুভাষায় লেখা। এই জন্য লেখক কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। তবে সংস্কৃতের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা ভাষায় ক্ষতি করেছে।

কেরির অন্যতম সহযোগী ছিলেন রামরাম বসু। তাঁর লেখা 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) বইটি মৌলিক রচনা। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যেসব কাহিনি তাঁর জানা ছিল, তাকে চমৎকারভাবে বিন্যস্ত করেছেন। বইটিতে আরবি ও ফারসি শব্দের বাহুল্য রয়েছে। 'লিপিমালা' (১৮০২) পত্রাকারে লেখা হলেও 'আসলে প্রবন্ধ-পুস্তক'। বইটিতে ৪০টি লিপি আছে এবং শেষে রয়েছে 'অঙ্কমালা' অধ্যায়। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ কাহিনী, বাইবেলের অনুবাদ ও খ্রিস্টধর্মের প্রচারকদের কথা, শিব-সতী কাহিনী, সগর-ভগীরথের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর এই মৌলিক রচনায় প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'বিদেশী শিক্ষার্থীকে চলিতভাষার ও দেশীয় লোকের বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয় দেওয়া'। ভূমিকায় রামরাম বসু জানাচ্ছেন—"এখন এস্থলের অধিপতি ইংল্যণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্রম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্যক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে ও ভূমীর যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত লিপিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।" লেখকের ভাষাব্যবহার কথকতার ভাষণরীতি অনুযায়ী। এছাড়া প্রচলিত শব্দ, পদ ও ইডিয়মের ব্যবহার তাঁর রচনাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

পণ্ডিত গোলকনাথ শর্মা 'হিতোপদেশ' (১৮০২) সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। তাঁর অনুবাদ স্বাধীন ও প্রাঞ্জল।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য। 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) বইটি লিখে তিনি দু'শ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। এই বইতে তিনি আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা করেন বর্ণনামূলক সাধুভাষায়। বাক্য প্রায়শই জটিল। 'রাজাবলি' (১৮০৮) গ্রন্থে চন্দ্রবংশের সন্তান বিচিত্রবীর্য থেকে বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। এই বইটি মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিভার অন্যতম পরিচায়ক। 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) বইটিও আক্ষরিক অনুবাদ। তবে সাধারণ মানুষের কাছে এটি আদৃত হয়েছিল। এই বইগুলি লেখা হয়েছিল ছাত্রদের জন্যই। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মোপাসনা ও বেদান্তচর্চার প্রতিবাদে লিখিত হয় 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা (১৮১৭)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রাজা রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ'। এর প্রতি কটাক্ষ করে মৃত্যুঞ্জয় তাঁর বইয়ের উপসংহারে লিখেছেন—"আরো যেমন রূপালঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা সৎপুরুষেরা নগ্নাউচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণমাত্রেরই পরাঙ্মুখ হন।"

‘প্রবোধ-চন্দ্রিকা’ বইটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুর অনেক দিন পরে প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। দীর্ঘদিন ধরে এই বইটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে, হিন্দু কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। এই বইটে কথ্য রীতি, সাধু রীতি ও সংস্কৃত রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ নীতিবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার পরিবেশনে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। এই বইটি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

তারিণীচরণ মিত্রের ‘The Oriental Fabulist’ বইটি রোমান হরফে মুদ্রিত হয় ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে। লেখক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ছিলেন হিন্দি বিভাগের মুন্‌শী। জন গিল্‌ক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি থেকে ঈশপের গল্প ও অন্যান্য কাহিনি হিন্দুস্তানি, ফারসি, আরবি, ব্রজভাষা, বাংলা ও সংস্কৃতে অনূদিত হয়েছিল। তারিণীচরণ বাংলাসহ তিনটি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং’ শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। সরল গদ্যভাষার ‘মধ্যে মধ্যে অস্ত্যর্থ ক্রিয়ার কর্তৃপদের অপ্রয়োগ’ তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য—“ রাম সমাদ্বার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিতেছেন বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগের কুল উজ্জ্বল হইবেক আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন।” লেখক কৃষ্ণনগর রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর বইটি পাঠকমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর লেখা ‘তোতা ইতিহাস’ (১৮০৫) হল ফারসি ‘তুতিনামা’র অনুবাদ। পাঠ্যপুস্তক ও গল্পের বই হিসেবে এটি জনপ্রিয় ছিল। লেখক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ‘ভগবদ্‌গীতা’র পদ্য অনুবাদ করেন।

মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সংস্কৃত ভাষায় লেখা ‘পুরুষপরীক্ষা’ গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন হরপ্রসাদ রায়। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই বইতে চারটি পরিচ্ছেদে মোট ৫২টি শিক্ষামূলক গল্প আছে। ভাষা সুখপাঠ্য ও প্রসাদগুণসম্পন্ন।

সুকুমার সেন তাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য’ বইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের রচনারীতির কয়েকটি দোষকে চিহ্নিত করেছিলেন— ‘(১) দূরান্বয়, (২) অন্বয়হীন বাক্যাংশের অর্থাৎ parenthesis-এর অত্যধিক ব্যবহার, (৩), ছেদচিহ্নের স্বল্পতা এবং (৪) মধ্যে মধ্যে আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ’। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বাংলা গদ্যের ‘বিচিত্র বিষয়চারী সুগঠিত গদ্য রচনার আয়োজন’ শুরু হয়েছিল এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বাংলা গদ্যের জন্ম-ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়মের ভূমিকা অপরিসীম।